The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত দূত ব্যবস্থা ও সমকালে তার প্রাসঙ্গিকতা

***Dr. Basudeb Das** ****Pousali Das**
*PGT Sanskrit Teacher, Govt. of Bihar, Bihar, India
** Ph.D. Scholar, Dept. of Sanskrit, Raiganj University, Raiganj, West Bengal, India

DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010300010

Abstract

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় দূত ব্যবস্থা ছিল রাজনৈতিক যোগাযোগ ও কূটনীতির একটি মৌলিক উপাদান। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বার্তা প্রেরণ, সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধ ও শান্তির ঘোষণা এবং শত্রু রাষ্ট্রের শক্তি নিরীক্ষণে দূতেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম অপরিহার্য শর্ত হলো কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতে দূতকে রাজার মুখ বলে বিবেচনা করা হত— "দূতমুখ হি রাজানঃ।" এছাড়া রাজাকে 'চারচক্ষু' বলা হত কারণ রাজারা চরের চক্ষু দিয়েই দেখেন। আচার্য কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের 'দূতপ্রণিধি' নামক প্রকরণে দূতের বিভাগ, দূতের কার্যাবলী বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। কৌটিল্যের মতে দূত তিনপ্রকার। যথা- (ক) নিসৃষ্টার্থ, (খ) পরিমিতার্থ এবং (গ) শাসনহর দূত। এছাড়া মনুসংহিতাদি ধর্মশাস্ত্রে, মহাভারতের উদ্যোগপর্ব ও শান্তিপর্বে দূতনিয়োগ বিধি সম্পর্কে সুবিস্তৃত বর্ণনা হয়েছে। আধুনিক কালে যেখানে দূতাবাস ও রাষ্ট্রদূত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষার প্রধান মাধ্যম, প্রাচীন ভারতে সেই ভূমিকা পালন করতেন দূত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র দূতের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও নৈতিক আচরণের যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, তা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উচ্চমান ও বাস্তববোধের পরিচয় বহন করে।

Keywords: *কৌটিল্য, দূত, অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, নিসৃষ্টার্থ, পরিমিতার্থ, শাসনহর*

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় দূত ব্যবস্থা ছিল রাজনৈতিক যোগাযোগ ও কূটনীতির একটি মৌলিক উপাদান। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বার্তা প্রেরণ, সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধ ও শান্তির ঘোষণা এবং শত্রু রাষ্ট্রের শক্তি নিরীক্ষণে দূতেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম অপরিহার্য শর্ত হলো কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা। আধুনিক কালে যেখানে দূতাবাস ও রাষ্ট্রদূত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষার প্রধান মাধ্যম, প্রাচীন ভারতে সেই ভূমিকা পালন করতেন দূত। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা কেবল সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল না; বরং নীতি, ধর্ম ও কূটনীতির সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এই কূটনৈতিক কাঠামোর কেন্দ্রে ছিলেন দূত। 'দূত' শব্দটির অর্থ হলো বার্তাবাহক বা প্রতিনিধি। বৈদিক সাহিত্য, বিশেষত ঋগ্বেদে দেবতাদের দূত হিসেবে অগ্নির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে-

"মথীদ্যদীদং বিভৃতো মাতরিশ্বা গৃহেগৃহে শ্যেতো জেন্যো ভূৎ।
আদীং রাজ্ঞে ন সহীয়সে সচা সন্না দূত্যং ভৃগবাণো বিবায়।।"[1]

অর্থাৎ "মাতরিশ্বা অগ্নিকে বিলোড়ন করলে অগ্নি শুভ্রবর্ণ ধারণ করে সকল যজ্ঞগৃহে আবির্ভূত হন, তখন সুহৃদ্ রাজা প্রবল রাজার কাছে যেরূপ স্বীয় লোককে দূতকার্যে নিয়োজিত করে, সেরূপ ভৃগু ঋষির ন্যায় যজ্ঞসম্পাদক যজমান অগ্নিকে দূতকার্যে নিয়োগ করুন।" উক্ত মন্ত্রার্থ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন ভারতে দূতকে রাজার মুখ বলে বিবেচনা করা হত— "দূতমুখ হি রাজানঃ।" এছাড়া রাজাকে চারচক্ষু বলা হত কারণ রাজারা চরের চক্ষু দিয়েই দেখেন। রামায়ণে বলা হয়েছে-

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

"যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থাঃ সর্বান্ অর্থান্ নরাধিপাঃ।
চারেণ তস্মাদ্ উচ্যন্তে রাজানশ্চারচক্ষুষঃ।।"[2]

এক রাজা দূতের মুখেই অপর রাজার বার্তা শোনেন এবং নিজের বার্তাও দূতের মুখে অন্য রাজাকে শোনান। মহাকবি মাঘ তাঁর 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যে বলেছেন-

"বুদ্ধিশাস্ত্রঃ প্রকৃত্যঙ্গঃ ঘনসংবৃতিকঞ্চুকঃ।
চারেক্ষণো দূতমুখঃ পুরুষঃ কোঽপি পার্থিবঃ।।"[3]

স্বরাজ ও পররাজ্যের মধ্যে মৈত্রী বা শত্রুতার সম্পর্ক মূলত দূতের কার্যের উপর ছিল নির্ভরশীল। উভয় রাজ্যের মধ্যে অটুট শান্তি বা বিগ্রহ দূতের উপর নির্ভর করত। সেজন্য বলা হয়েছে— "দূতে সন্ধিবিপর্যয়ৌ।"[4] দূতের কার্যের দ্বারা শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হলে স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকত, অপরপক্ষে দূত নিজকার্যে ব্যর্থ হলে শত্রুরাজার সঙ্গে বিগ্রহ অনিবার্য হয়ে উঠত এবং এর ফলে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার অভাবে স্বরাজ্যের সমূহ ক্ষতি হত। বর্তমান যুগের কূটনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রদূত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দূতনীতির গভীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আচার্য কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের 'দূতপ্রণিধি' নামক প্রকরণে দূতের বিভাগ, দূতের কার্যাবলী বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। এছাড়া মনুসংহিতাদি ধর্মশাস্ত্রে, মহাভারতের উদ্যোগ ও শান্তিপর্বে দূতনিয়োগ বিধি সম্পর্কে সুবিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

কৌটিল্য মতে দূতের বিভাগ

অথর্শাস্ত্রের 'দূতপ্রণিধি' নামক ষোড়শ অধ্যায়ে দূতের বিভাগ প্রসঙ্গে আচার্য কৌটিল্য বলেছেন দূত তিনপ্রকার। যথা- (ক) নিসৃষ্টার্থ, (খ) পরিমিতার্থ এবং (গ) শাসনহর দূত।

(ক) নিসৃষ্টার্থ দূত : নিসৃষ্টার্থ দূত সম্পর্কে আচার্য কৌটিল্য বলেছেন- **"অমাত্যসম্পদোপেতো নিসৃষ্টার্থঃ।"**[5] অর্থাৎ যে সমস্ত দূত সম্পূর্ণরূপে অমাত্য গুণসম্পন্ন অর্থাৎ সদাচারী, প্রজ্ঞাবান, শুদ্ধস্বভাব, মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন, বিশ্বস্তভাজন ও রাজার প্রতি ভক্তিমান বা অনুরক্ত তাদের 'নিসৃষ্টার্থ দূত' বলা হয়। এঁরাই পররাষ্ট্রে দূতাবাস স্থাপন, গুপ্তচর নিয়োগ, সংবাদ সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বর্তমান যুগে সকল রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ব্যবস্থা দেখা যায় তা কৌটিল্য বর্ণিত নিসৃষ্টার্থ দূতের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

(খ) পরিমিতার্থ দূত : পরিমিতার্থ দূত সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে- **"পাদগুণহীনঃ পরিমিতার্থঃ।"**[6] অর্থাৎ যে সকল দূতের মধ্যে অমাত্যগুণের একপাদ বা এক চতুর্থাংশ কম থাকে তাদের 'পরিমিতার্থ দূত' বলে। সুতরাং ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অপেক্ষাকৃত ন্যূন হওয়ায় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব দিয়ে পরিমিতার্থ দূতকে পররাষ্ট্রে পাঠানো হয়। বর্তমান দিনে উভয়দেশের মৈত্রী সম্পর্ক গাঢ় করার জন্য কোন মন্ত্রী বা সচিবকে বিদেশে প্রেরণ করা এই শ্রেণীর দূতের উদাহরণ।

(গ) শাসনহর দূত : কৌটিল্যের মতে তৃতীয় শ্রেণীর দূতের নাম 'শাসনহর'। শাসনহর দূত সম্পর্কে আচার্য কৌটিল্য বলেছেন- **"অর্ধগুণহীনঃ শাসনহরঃ।"**[7] এই শ্রেণীর দূতের মধ্যে অমাত্যগুণাবলি অর্ধেক থাকে। তাই এঁরা পরিমিতার্থ দূতের অপেক্ষা ন্যূন। এ জাতীয় দূতকে একটিমাত্র শাসন বা সংবাদ যথাস্থানে নিবেদন করার জন্য প্রেরণ করা হয়। আজকাল বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাব বা বার্তা বিনিময়ের জন্য যে দূত নিয়োগ করা হয় তা কৌটিল্যের 'শাসনহর' দূতের অনুরূপ।

দূতের গুণাবলী

আচার্য কৌটিল্য দূতের গুণাবলীর উল্লেখ না করলেও আচার্য মনু তাঁর মনুসংহিতার 'রাজধর্ম' নামক সপ্তম অধ্যায়ে দূতের গুণাবলী সম্পর্কে ব্যক্ত করেছেন। রাজকার্য পরিচালনায় পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব যেমন অসীম, তেমনি সেই নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য দূতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দূতের কৃতিত্ব ও কর্মদক্ষতাই রাজা নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্য ভোগ করতে সমর্থ হন। কেমন ব্যক্তিকে রাজদূত হিসেবে নিয়োগ করবেন সে সম্পর্কে বলেছেন—

"দূতঞ্চৈব প্রকুর্বীত সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শূচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্।"[8]

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ, ইঙ্গিত, আকার ও আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ শুদ্ধচরিত্র, কার্যনিপুণ এবং সৎবংশজাত ব্যক্তিকে রাজা দূত নিযুক্ত করবেন। ঐ দূতদের মধ্যে আবার যারা বিশ্বাসী, পবিত্র, দক্ষ, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, দেশকাল সম্পর্কে অভিজ্ঞ, সুন্দরাকৃতি, নির্ভীক ও বাক্পটু—তারা সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় দূত বলে বিবেচিত হন। মনু বলেছেন—

"অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে॥"[৪]

দূতের কর্ম পদ্ধতি

কৌটিল্য শত্রুরাজ্যে গিয়ে দূতদের কর্মপদ্ধতি নিয়েও সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সে কালে রাজতন্ত্রের আদর্শ ছিল দ্বাদশ রাজমণ্ডলের প্রতিটি রাজার গতিবিধি লক্ষ্য করে শত্রু রাজার দুর্বলতম মুহূর্তে আক্রমণ করে ক্রমশ রাজ্যমণ্ডলীর মধ্যে নিজেকে বিস্তার করা। এজন্য বিজিগীষু রাজা বিভিন্ন রাজ্যে দূত প্রেরণ করতেন। দূতের কার্যাবলী সম্পর্কে অর্থাশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

"প্রেষণং সন্ধিকালত্বং প্রতাপো মিত্রসংগ্রহঃ
উপজাপঃ সুহৃদ্ভেদো দণ্ডগূঢ়াতিসারণম্।
বন্ধুরত্নাপহরণং চারজ্ঞানং পরাক্রমঃ।
সমাধিমোক্ষো দূতস্য কর্ম যোগস্য চাশ্রয়ঃ
স্বদূতৈঃ কারয়েদেতৎ পরদূতাংশ্চ রক্ষয়েৎ।
প্রতি দূতাপসর্পাভ্যাং দৃশ্যাদৃশ্যৈশ্চ রক্ষিগর্ভঃ।।"[১০]

অর্থাৎ দূতের প্রধান কাজ ছিল—নিজ রাজার সংবাদ শত্রু রাজার কাছে নিবেদন করা এবং পররাষ্ট্র গমনের পূর্বে যানবাহন, অনুগামী ভৃত্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যথাযথ ব্যবস্থা ব্যবস্থা করে নেওয়া। কিভাবে নিজ রাজার সংবাদ পরিবেশন করবেন এবং কিভাবে শত্রুরাজার সংবাদাদি সংগ্রহ করবেন তা ভালোভাবে আয়ত্ত করা। পররাষ্ট্রে প্রবেশের পূর্বে সেই রাজ্যের অটবীপাল, অন্তঃপাল, পুরমুখ্য ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। নিজ প্রভুর ও শত্রু রাজার সেনানিবাস স্থান, যুদ্ধের উপযোগী স্থান, সন্ধিস্থান, যুদ্ধ থেকে অপসারণের স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন। শত্রুরাজ্যে গিয়ে তাঁর দুর্গ ও জনপদের পরিমাণ, ঐ রাজ্যে শস্য ও সুবর্ণাদির উৎপাদন, সংগ্রহস্থল, প্রজাদের জীবিকার্জনের উপায়াদি অবগত হবেন। পররাষ্ট্রে রক্ষণব্যবস্থা ব্যবস্থা ও রাজার দুর্বলতা বা দোষের সন্ধান তাপসব্যঞ্জক ও বৈদেহব্যঞ্জক গুপ্তচরদের মাধ্যমে জ্ঞাত হবেন। যদি এদের দ্বারা সম্পূর্ণ জানা সম্ভব না হয়, তবে ভিক্ষুক, মত্ত, গুপ্তব্যক্তিদের অসংলগ্ন প্রলাপ, আগন্তুক পথচারী, দেবালয়ের ভিত্তিতে আঁকা চিত্র বা বিশেষ অক্ষরে লেখার সংকেত দ্বারা বিপক্ষ রাজার সকল বৃত্তান্ত অবগত হবেন।

এরপর দূত পররাজার অনুমতি নিয়ে পররাষ্ট্রে প্রবেশ করবেন। প্রারম্ভেই দূতকে আপন প্রভুর বার্তা শত্রু রাজার নিকট নিবেদন করতে হবে। শত্রু রাজা যদি সংবাদ শুনে দূতের কাছে প্রসন্নতা দেখান বা দূতকে সম্মান প্রদান করেন, সমাদর করেন, দৌত্যে বিশ্বাস করেন ও সামাজিক অনুষ্ঠানে দূতকে নিমন্ত্রণ করেন তবে তিনি সন্তুষ্ট বুঝতে হবে। আর এর বিপরীত আচরণ করলে বুঝতে হবে তিনি অসন্তুষ্ট। রাজাকে অসন্তুষ্ট দেখলে দূত বলবেন—তিনি বার্তাবাহক মাত্র। যেহেতু দূতের মুখ দিয়ে রাজাদের পরস্পর বক্তব্য উপস্থিত করেন তাই হীনবর্ণ হলেও দূত অবধ্য। দূত কখনও নিজের কথা বলেন না। রাজার কথা বলাই দূতের ধর্ম।

শত্রুরাজা কর্তৃক বিদায় না পাওয়া পর্যন্ত দূত সাবধানতার সঙ্গে শত্রুরাজ্যেই থাকবেন। শত্রু রাজার উত্তম ব্যবহারে আনন্দিত বা গর্ববোধ করবেন না, স্ত্রীসঙ্গ ও মদ্যপানাদি করবেন না। পররাষ্ট্রে থাকার সময় গুপ্তচর নিয়োগ করবেন। তিনি তাপসব্যঞ্জক ও বৈদেহব্যঞ্জক গুপ্তচরদের দ্বারা এবং ভিক্ষুক, প্রমত্ত, উন্মত্ত ব্যক্তিদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এবং তীর্থ, আশ্রমাদি পুণ্যস্থান, দেবালয়ের ভিত্তিতে প্রদর্শিত চিত্র ও লেখাদির দ্বারা শত্রুর সংবাদাদি সংগ্রহ করে ভেদনীতির প্রয়োগ করবেন। শত্রু দ্বারা জিজ্ঞাসিত হলে বলবেন—"আপনি সব জানেন", এভাবে তাঁকে এড়িয়ে যাবেন। দৌত্যকার্যের সাফল্যের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু বলবেন।

All rights reserved. © 2025-2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 3 Nov'25 - Jan'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

দৌত্যকার্য সমাপনের পর দূত যদি শত্রুরাজা কর্তৃক স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি না পান তবে তাঁকে চিন্তা করতে হবে—অনুমতি না পাওয়ার কারণ কি? শত্রুরাজা কি তাঁর প্রভুর কোন আসন্ন বিপদ বুঝে তাঁকে অবরুদ্ধ করতে চান, অথবা কোন মিত্র রাজাকে তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চান, অথবা প্রভুর কোন মিত্রকে বিনাশ করতে চান, প্রভুর রাজ্যে কি কোন বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চান অথবা নিজ রাজ্যের শস্যাদি পণ্য সংগ্রহ ও দূর্গসংস্কারাদি বা সেনাবাহিনীর জন্য প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করতে চান। এসব চিন্তা করে দূতকে স্থির করতে হবে তিনি শত্রুরাজ্যে থাকবেন না নিজরাজ্যে চলে যাবেন। নিজ প্রভুর ইষ্ট সিদ্ধিই দূতের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং বধ বা বন্ধনের আশঙ্কা থাকলে নিজ প্রভুর বার্তা নিবেদনের পর দূত শত্রুরাজার কাছে বিদায়ের অপেক্ষা না করেই দেশে ফিরে আসবেন।

রাজার গুরুত্বপূর্ণ সহায় এই দূতের কার্যাবলী অত্যন্ত জটিল ও দুঃসাধ্য। মনুর নির্দেশ হলো যে দূত শত্রুরাজ্যে গিয়ে সেখানে নিযুক্ত গুপ্তচরদের ইঙ্গিত ও অস্তিত্ব দ্বারা শত্রুরাজার কার্যাবলী ও তার ভৃত্যদের অভিপ্রায় জানার চেষ্টা করবে। এছাড়াও আরও একটি কঠিন নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষ রাজার অভিপ্রায় জেনে দূতকে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ রাজা কোনরূপ অনিষ্ট করতে না পারেন।

উপসংহার

দূতের এই কর্তব্যসমূহের মধ্যেও যেন শাস্ত্রকার বলতে চেয়েছেন যে, রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষার সর্বোত্তম সেনা হলেন দূত। প্রতিপক্ষ নৃপতির সঙ্গে সন্ধি হবে কি বিগ্রহ হবে—তা দূতই নির্ধারণ করেন। কারণ দূতই প্রতিপক্ষ রাজার সামগ্রিক অবস্থা অবগত হয়ে রাজাকে অবহিত করেন এবং তারপরে মন্ত্রপরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দূত, যিনি অন্য রাষ্ট্রে গিয়ে স্বীয় রাষ্ট্রের মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষা করতেন। সুতরাং রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় দূতের স্থান ছিল অসামান্য এবং তার নিয়োগের প্রয়োজন ও ছিল অপরিসীম। সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতের দূতব্যবস্থা কেবলমাত্র রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম ছিল না; বরং তা রাষ্ট্রচিন্তা, নৈতিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও শান্তি-স্থাপনের এক সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। ঋগ্বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে মৌর্য ও গুপ্ত যুগ পর্যন্ত দূতদের ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক—তাঁরা বার্তাবাহক, আলোচক, শান্তিদূত এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ-পরিহারকারী কূটনীতিক হিসেবে কাজ করেছেন। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* দূতের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও নৈতিক আচরণের যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, তা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উচ্চমান ও বাস্তববোধের পরিচয় বহন করে।

সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই দূতব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক কূটনীতি, রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, শান্তি-আলোচনা, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বহুপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের কূটনৈতিক নীতিগুলি আজও কার্যকর ও অনুপ্রেরণাদায়ক। বিশেষত অহিংসা, সংলাপ, নৈতিকতা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক গড়ে তোলার যে আদর্শ প্রাচীন দূতব্যবস্থায় নিহিত ছিল, তা বর্তমান বৈশ্বিক অস্থিরতা ও সংঘাতপূর্ণ পরিবেশে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র

[1] ঋগ্বেদ ১/৭১/৪
[2] রামায়ণ ৩/৬৭
[3] শিশুপালবধ ১১/৮২
[4] মনুসংহিতা ৭/৬৫
[5] অর্থশাস্ত্র ১/১৬
[6] অর্থশাস্ত্র ১/১৬
[7] অর্থশাস্ত্র ১/১৬
[8] মনুসংহিতা ৭ /৬৩
[9] মনুসংহিতা ৭ /৬৪
[10] অর্থশাস্ত্র ১/১৬

All rights reserved. © 2025-2026

সহায়ক গ্রন্থসূচী

ঋগ্বেদসংহিতা, প্রকাশক- আযীয় আল-আমান এম.এ, হরফ প্রকাশনী, ২০২২.

কৌটিল্য বিরচিত অর্থশাস্ত্র, সম্পা-অনিল চন্দ্র বসু, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৯.

কৌটিল্য বিরচিত অর্থশাস্ত্র, সম্পা- যদুপতি ত্রিপাঠী, বি,এন, পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪.

মনু বিরচিত মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়), সম্পা- অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০০.

মনু বিরচিত মনুসংহিতা, সম্পা- মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬

মাঘ বিরচিতং শিশুপালবধ মহাকাব্য, সম্পা-আদ্যা প্রসাদ মিশ্র, ভট্ট সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার, এলাহাবাদ, ১৯৬৩.

শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৯.

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2025-2026